দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ..... 5 MAR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রসঙ্গ কথা

ছাত্র রাজনীতি সংস্কার জরুরী

হারুন-অর-রশিদ

বিগত তিন দশক ধরে ছাত্র রাজনীতি যেভাবে চলেছে তাকে বড় রাজনৈতিক দলগুলোর লেজুরবৃত্তি হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। এ ছাত্র রাজনীতি দেশের জন্য সুখকর বা কল্যাণকর ছিল না। স্বাধীনতা উত্তর আমাদের ছাত্র রাজনীতি বহুলাংশে গঠনমূলক ছিল। বর্তমান ছাত্র রাজনীতি নিয়ে শুধু নির্বাচন কমিশন নয়, ব্যবসায়ী মহল থেকে শুরু করে দেশের সুশীল সমাজ থেকে নানা কথা উঠছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে ছাত্র রাজনীতিকে অনেকেই সংঘাত, ভাঙচুর তথা ধ্বংসের হাতিয়ার হিসেবে অভিহিত করছেন। ছাত্র রাজনীতি বর্তমানে লাভের চেয়ে ক্ষতির অঙ্কেই বাড়াচ্ছে। বর্তমান ছাত্র রাজনীতি চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসের চক্রে আক্রান্ত। ১৮-০২-০৯ দেশের শীর্ষস্থানীয় একটি জাতীয় দৈনিকে লিখেছে- ছাত্রদলের সভাপতি ২৩ বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৭ বছরে ৭৪টি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে ছাত্ররা। সাজা হয়েছে মাত্র ১টির, জরিমানা মাত্র ১০ টাকা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে '৯০ পরবর্তী ১২ খুনের ৮টি ঘটিয়েছে ছাত্রশিবির। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৩ বছরে ৪০ সংঘর্ষের ১১ হত্যাকাণ্ডে একটিরও বিচার হয়নি। বঙ্গবন্ধুর আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে ব্রাশ ফায়ার করে ৭ ছাত্রকে খুন করা হয়েছে। ২০০০ সালে চট্টগ্রাম বহদ্দার হাটে ১২ জুলাই শিবিরের গুলীতে ছাত্র লীগের ৬ নেতাসহ ৮ জন নিহত। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘাতময় ছিল চার আমল। নব্বইয়ের দশকের গোড়া থেকেই শুরু হয় আধিপত্যবাদী ও সন্ত্রাসনির্ভর রাজনীতি। কখনো ছাত্র দল, ছাত্রলীগ, কখনো বা নিজেরা নিজেরা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। অপ্রিয় হলেও সত্য- রাজনৈতিক ক্যাডারদের সংঘাত, সংঘর্ষ, খুনোখুনির পাশাপাশি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ললাটে লেপন হয় আরেক কলঙ্ক- ছাত্রী যৌন নির্যাতন। তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাস্তায় নেমে ভাঙচুর, অবরোধ এবং সংঘর্ষ ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। শিক্ষাঙ্গনে দখলদারী দেখে মনে হচ্ছে এক একটা ক্যাম্পাস এক একটা উপরাষ্ট্র।

১৮-০২-০৯ ছাত্রলীগের ৬১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানেও ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এর আগের দিন ১৭-০২-০৯ রাতে ফেনীতে খেলা নিয়ে যে দুটি গ্রুপের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষে ২ জন গুলীবিদ্ধসহ ১০ জন আহত হয়েছে তারাও ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত বলে পত্রিকায় খবরে জানা যায়। ২১-০২-০৯ নারায়ণগঞ্জে ছাত্রদল নেতা গুলীতে নিহত হয়েছে। বর্তমান সরকারের এই অল্প কয়েকদিনে ছাত্ররাজনীতির নামে গোটা দেশে যা ঘটে চলছে তাকে সরকারের জন্য অশুভ লক্ষণ বলে অভিহিত করা যায়।

দিন বদলের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণের ভোটে ক্ষমতায় যাওয়ার পর যদি আবারও সেই পুরানো ঘটনাগুলোরই পুনরাবৃত্তি জনগণকে দেখতে হয় তাহলে তা হবে হতাশাব্যঞ্জক। পুনরায় এসব সন্ত্রাস পুরোদমে শুরু হয়ে গেলে তা রোধ করা যাবে না। দেশের সন্ত্রাসের ইতিহাস তাই বলে। প্রধানমন্ত্রী আর সময়ক্ষেপণ না করে যদি নিজের দল ও নেতাকর্মীদের সংযম হওয়ার উপদেশ দেন, সবার সাথে উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেন এবং সরকারকে দলীয় সরকার না ভেবে জনগণের সরকার ভাবেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় সেই ধারণাটি কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তা হলেই দেশের জন্য মঙ্গল হবে। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা- ছাত্র রাজনীতির নামে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি চলবে না বলে যে বক্তব্য দিয়েছেন- তার বাস্তবরূপ জাতি দেখতে চায় এবং সেটা এক্ষুণি।

বৃটিশ এবং পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের যে ভূমিকা আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম সেখানে, জাতীয় ঐতিহ্য, চেতনাবোধ ও স্বায়ত্তশাসনের যোগসূত্র ছিল। স্বাধিকার অর্জনের জন্য অতীতে ছাত্রদের ভূমিকা ছিল মনে রাখার মতো। আজকের মতো তখন দলীয় ও ব্যক্তিস্বার্থে লাগাতার হরতাল ও ধর্মঘট হতে দেখা যায়নি। দেশের অমূল্য সম্পদ নষ্ট হতে দেখা যায়নি। ছাত্রদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ হতে দেখা যায়নি। এ সমস্ত গঠনমূলক কর্মসূচীর কারণে ছাত্র রাজনীতিতে তখন মানুষের সমর্থন ছিল। বর্তমানে স্বীয় স্বার্থে একশ্রেণীর দুষ্কৃতকারী ছাত্র আন্দোলনে সমর্থন ঘুণিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে ছাত্র আন্দোলন গঠনমূলক চরিত্র না থেকে তা মারমুখী রূপ নিয়েছে। তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রেখে শিক্ষাজীবনে সেশনজট ডেকে আনাকে কল্যাণকর ছাত্র রাজনীতি বলা যাবে না। রাষ্ট্রের ক্ষতিসাধন ঘটে এবং বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয়, এমন কোন কর্মসূচীতে ছাত্রদের জড়িয়ে যাওয়াকে সমর্থন দেয়া যায় না। ছাত্রদের মনে রাখা দরকার সবার উর্ধ্বে দেশ, দেশের স্বার্থকে সবার উপর স্থান দিতে হবে। যদি দেখা যায়, সরকারের কোন কর্মকাণ্ড জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে তখন এর বিরুদ্ধে গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা উচিত। এটাই উত্তম নাগরিকের দায়িত্ব। রাষ্ট্রের ভিত রচিত হয়েছে এমন সব বিষয়ের ওপর আঘাত আসলে ছাত্রদের সম্মিলিতভাবে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা উচিত। তাহলেই জনসমর্থন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছাত্রদের পক্ষে থাকবে। ছাত্রদের ভুলে গেলে চলবে না যে, তাদের পিতামাতা প্রচুর অর্থ প্রতিমাসে ব্যয় করছে তাদের পড়াশুনার পিছনে। যোগ্য মানুষ হয়ে গড়ে ওঠার জন্য এই অর্থ কাজে লাগাতে হবে। ছাত্রদের নিজস্ব সর্বজনীন একটা নীতি থাকবে। সেই নীতিতে যেন প্রতিটি ছাত্রের কল্যাণের দিক-নির্দেশনা থাকে। একটি গঠনমূলক নীতিকে যদি ছাত্ররা আঁকড়ে ধরতে পারে তাহলে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করা সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি।

ছাত্রদের সমষ্টিক কল্যাণের চিন্তা দলের লোকজন করবে না। তারা স্বীয় ও দলের স্বার্থে ছাত্রদের ব্যবহার করে ফায়দা লুটতে চাইবে। ছাত্রদের কল্যাণের চিন্তা নিজেদের চাইতে হবে। কোন কাজটি নিজের জন্য এবং দেশের জন্য ভাল অর্থাৎ ক্ষতিকারক নয়, সেটা সত্যিকার একজন বিবেকবান ছাত্র অবশ্যই বুঝে। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে, এক শ্রেণীর রাজনৈতিক দল ছাত্রদের তারুণ্যের আবেগকে পুরোমাত্রায় দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করে স্বীয় স্বার্থ উদ্ধার করে নিচ্ছে এবং ছাত্রদের মৃত্যু ঝুঁকির পথে ঠেলে দিচ্ছে। এসব স্বার্থান্বেষী চরিত্র ছাত্রদের অনুধাবন করতে হবে।

এখানে একটি উদাহরণ তুলে ধরছি- প্রতিবছর ভাষা আন্দোলনের মাস শুরু হয় ১ ফেব্রুয়ারী থেকে। প্রতিবছর এমন একটি মহৎ দিনে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে নির্বাচিত সরকারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সকল ছাত্রের ঐক্যবদ্ধ গঠনমূলক কর্মসূচী থাকা প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখজনক, যে দলটি ক্ষমতায় যেতে পারেনি, সেই দলটির ছাত্র সংগঠনের কর্মীবৃন্দ মুখে কালো কাপড় বেঁধে হাতে লাঠিসোটা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে মারমুখী পরিবেশ গড়ে তোলে। সেসময় আইন-শৃঙ্খলাবাহিনীর লোকজনদের সাথে তুমুল সহিংসতার ঘটনাও ঘটতে দেখা যায়। মহান মাতৃভাষা দিবসে শিক্ষার্থীদের এহেন ভূমিকা নন্দিত না হয়ে তা নিন্দিত হওয়াই স্বাভাবিক। জাতির অস্তিত্ব প্রকাশের মাসব্যাপী এই অনুষ্ঠানের ভূমিকা যদি দৃষ্টিকটু হয় তাহলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসটির মুখেও চুনকালি পড়ে। এমন দৃশ্য গোটা জাতিকে ব্যথিত করে তোলে। প্রতিবছর এমন একটি মহৎ দিনে যার অবসান হওয়া দরকার। শুভ এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিনটিসহ পুরোমাস যেন শান্তির সুবাতাস বইতে থাকে সেরকম একটি পরিবেশ সবারই কাম্য। এ সমস্ত বিষয় ছাত্রদের হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হবে।

ছাত্র এবং শ্রমিক- এই দুই শ্রেণীকে ব্যবহার করে আমাদের এক শ্রেণীর জাতীয় নেতৃবৃন্দরা নিকট অতীতে ভাল কাজের চেয়ে মন্দ কাজই বেশী করেছে, আর সেটি হলো পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটানো।

২০০৭ সালে সেনা সদস্যের হাতে একজন ছাত্রের লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা মহানগরীতে যে ধ্বংসের বন্যা বয়ে দেয়া হয়েছিল, সেক্ষেত্রেও জাতি হিসেবে আমরা বিজ্ঞতার পরিচয় দেইনি। ২৮ অক্টোবর ২০০৬ সালে বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে যে পৈশাচিক ঘটনা ঘটানো হয়েছিল একে কোনক্রমেই ছাত্র ও শ্রমিক রাজনীতি বলা যাবে না। হিংস্র সাপকে যেভাবে মানুষ পিটিয়ে হত্যা করে ঠিক তদ্রূপ স্রষ্টার শ্রেষ্ঠজীব মানুষকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল যার সংখ্যা ছিল ৩৫ জন। এর পিছনেও রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী মহলের উস্কানি কাজ করেছে। কিন্তু আমরা একে সুস্থ রাজনীতি বলতে পারি না। ২০০১-২০০৬ গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে সরকারবিরোধী আন্দোলনের এক পর্যায়ে শেরাটন হোটেলের সামনে যাত্রীবোঝাই একটি বিআরটিসি বাস থামিয়ে পেট্রোল ঢেলে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। তাৎক্ষণিকতাবে অগ্নিদগ্ধ হয়ে নিরীহ ১০ জন যাত্রী মৃত্যুবরণ করে। দেশের এক শ্রেণীর জাতীয় নেতৃবৃন্দ গণতন্ত্রের সস্তা বুলি আউরিয়ে এবং জনগণের মৌলিক অধিকারের ধুয়া তুলে এ ধরনের অমানবিক কাজ করেছে ছাত্রকে ব্যবহার করে- যা সভ্যজগতে বেমানান। রাজনৈতিক দলের স্বার্থান্বেষী চরিত্রের কারণেই ১/১১ পরবর্তী ইমারজেন্সি সরকার ক্ষমতায় আসার সুযোগ পায়। এ সমস্ত নৃশংসতা ভবিষ্যতে যাতে না ঘটে সেজন্য ছাত্র রাজনীতিতে নেতিবাচক পরিবর্তন সাধন করতে হবে। নির্বাচন কমিশন সম্প্রতি দলের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনগুলোকে লেজুরবৃত্তি হিসেবে কাজ না করার যে বিধিমালা জারি করেছিল তা জাতির জন্য কল্যাণকর হবে বলে আমরা মনে করি। মাথাব্যথা হলে ওষুধের প্রয়োজন, মাথা কেটে ফেলা সমাধান হতে পারে না। দেশে সুস্থ রাজনীতির স্বার্থে মূলধারার জাতীয় রাজনীতি থেকে ছাত্র রাজনীতিকে অবশ্যই দূরে রাখতে হবে। ছাত্র রাজনীতির লক্ষ্য হতে হবে ছাত্রদের কল্যাণ, রাজনৈতিক দলের লেজুরবৃত্তি নয়।

পরিশেষে বলবো- শিক্ষার্থীদের অভিভাবক বলতে আমরা বুঝি পিতা-মাতা, শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, রাষ্ট্র পরিচালক সবার কাছে বিনীত আবেদন থাকবে- আপনারা ছাত্রদের জীবন ধ্বংসে হয়, এমন কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করবেন না। আমরা যদি সারাক্ষণ ধ্বংস নিয়েই ব্যস্ত থাকি তাহলে দেশ গড়ার কাজ করবো কখন। দেশ গড়ে তুলতে না পারলে ১৫ কোটি মানুষ কি খেয়ে বাঁচবে। বেঁচে থাকার নিম্নতম চাহিদাগুলো পূরণ করতে হলে ৩০ কোটি হাতকে রাষ্ট্রের গঠনমূলক কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে।

ছাত্র রাজনীতির ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করতে চাইলে অবশ্যই ছাত্রদের রাজনৈতিক দলের লেজুরবৃত্তি থেকে বিরত রাখতে হবে। দেশ ধ্বংসে হয়, শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্ট হয়, সেশন জট সৃষ্টি হয়, প্রাণহানি ঘটে, এমন সব অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে শিক্ষার্থীদের বিরত থাকাই শ্রেয় বলে আমরা মনে করি।

☐ লেখক : কলামিস্ট